নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যে উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিএনপি’র স্মারকলিপি প্রদান

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যে উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

কেন্দ্রীয় ঘোষিত ৫দিনের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে মঙ্গলবার সকালে জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন ও যুগ্ম সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ মোহাম্মদের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসক (ভারঃ) লিংকন বিশ্বাসের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন বিএনপির নেতৃবৃন্দরা।

এসময় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, সাবেক ছাত্রদল নেতা ইকবাল হোসেন, জেলা যুবদলের সহ সাধারণ সম্পাদক শেখ হুজাইফা ডিক্লিয়ার, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি নেতা সিরাজুল ইসলাম, ডাঃ মোঃ ইয়াসিন, জেলা যুবদল সদস্য মনিরুল ইসলাম, খাইরুল ইসলাম, মোঃ ইসমাইল জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, যুগ্ম সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম মিন্টু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন উদ্দিন, জেলা নবীন দলের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে-বর্তমান বাজারে চাল, ডাল, ভোজ্য তেল, পেঁয়াজ, মরিচ গুঁড়ো দুধ, শাকসবজীসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দামে অসহায় ক্রেতা। মোটা চাল এখন ৫৫ থেকে ৬০ টাকা, চিকন চাল ৭০ থেকে ৮০ টাকা, আটা ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, ভোজ্য তেলা ১৭০ থেকে ১৮০ টাকা, মসুর ডাল ১১০ থেকে ১৩০ টাকা, গুঁড়ো দুধ ৫৯০ থেকে ৬৫০ টাকা, কাঁচা মরিচ ১০০ টাকার নীচে নামে না।

সবজিসহ প্রত্যেকটি জিনিস এই ভরা মওসুমে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্যামিতিকহারে এই দাম বৃদ্ধি সরকারের গণবিরোধী নীতির বর্ধিত প্রকাশ। হরিলুট, টাকা পাচারসহ সীমাহীন দুর্নীতির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির ভয়াবহ ক্ষতি করে দফায় দফায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল, গ্যাস ও পানির দাম বৃদ্ধি করেছে আওয়ামী সরকার।

এই বৃদ্ধির ‘চেইন রিঅ্যাকশন’ হিসেবেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হু হু করে বাড়ছে। গত ১০ বছরে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি হয়েছে ৯০ শতাংশ, গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪৪ শতাংশ, ডিজেলের দাম বেড়েছে ৮২ শতাংশ এবং পানির দাম বেড়েছে ২৬৪ শতাংশ। এই দাম বৃদ্ধি নজীরবিহীন ও অস্বাভাবিক।

জনগণের নির্বাচিত সরকার থাকলে এই ধরণের সীমাহীন দাম বৃদ্ধি পেতো না। জবাবদিহিতা নেই বলেই দাম বৃদ্ধির পেছনে অনৈতিক সিন্ডিকেট কাজ করছে। ক্ষুধা ও অনাহারে ক্লিষ্ট জনগণের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে নিপতিত করেছে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী, সরকারের কোনো দায় নেই। সারাদেশে দুর্ভিক্ষের ছায়া প্রতিদিনই বিস্তৃত হচ্ছে।

ছাড়াও গাড়ীভাড়া, বাড়ীভাড়াসহ জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে লাগামহীনভাবে। এমনিতেই কর্মসংস্থান নেই, তার ওপর নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস সাধরণ মানুষের। মধ্যম ও নিম্ন আয়ের মানুষকে পথে বসিয়ে দিচ্ছে। অভাবের তাড়নায় মা সন্তান বিক্রি করছে, কেউ কেউ আত্মহত্যা করছে।

চৈত্রের তীব্র রোদের মধ্যে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে টিসিবি থেকে তুলনামূলক কম মূল্যে নিত্যপণ্য কেনার জন্য ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়ে বোঝা যায় বর্তমান পরিস্থিতি কত ভয়াবহ। চাহিদার তুলনায় পণ্য কম থাকায় দুই/তিন ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যায় বিক্রি এবং তার পরে পণ্য কিনতে আসা ক্রেতারা খালি হাতেই ফিরে যান।

এমতাবস্থায় ক্ষুধা, অনাহার, অর্ধাহারে বিপন্ন দেশের মানুষকে এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিএনপি আপনার প্রতি আহবান জানাচ্ছে।

গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন লাঞ্ছিতের

ঘটনা টক অফ দি টাউন

কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সামনে গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন লাঞ্ছিতের ঘটনা ছিল টক অফ দি গাংনী উপজেলার খবরে পরিণত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল থেকে সারাদিন ব্যাপি চায়ের দোকান, বিভিন্ন মহল ও রাজনৈতিক অঙ্গণে ছিল আলোচনা ও সমালোচনার ঝড়।

একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক অঙ্গণসহ বোদ্ধামহলে। ঘোষণা করা হয়েছে উপজেলা আওয়ামী লীগের কমিটি গঠণের কাউন্সিল। তাহলে সহযোগী সংগঠণ যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন এত উদগ্রীব কেনো? তার আগের বিভিন্ন বিতর্কিত কর্মকান্ডেরও হিসেব নিকেশ কষছেন রাজনৈতিক মহলের নেতৃবৃন্দ।

তবে তাকে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সামনে দফায় দফায় লাঞ্ছিতের ঘটনায় কেউ কেউ সমালোচনা করেছেন। তবে এঘটনায় মোশাররফ হোসেন বিষয়টিকে এড়িয়ে গেছেন বলেও দাবী করেছেন।

গত রোববার সকাল ১১ টার দিকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সামনে মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করায় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় নেতাদের সামনেই গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেনকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। পরে আবারও দ্বিতীয় দফায় রুমের বাইরে এনে লাঞ্ছিত করেন।

মেহেরপুর সার্কিট হাউজে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের খুলনা বিভাগী সাংগাঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হকের সামনে এ লাঞ্ছিতের ঘটনা ঘটে।

দলীয় সূত্র দাবী করেছে, রবিবার সকালে সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে শুরু হওয়া আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হকের সামনে গিয়ে যুবলীগ সভাপতি মোশাররফ হোসেন সেবার সামনে মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামানকে রাজাকারের ছেলে উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন সে কিভাবে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হবে? এধরণের মন্তব্য করার সাথে সাথে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রথমে মোশাররফের এ ধরনের আপত্তিকর মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন।

এসময় মোশাররফ হোসেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফার উপর ক্ষিপ্ত হলে উপস্থিত বিভিন্ন ওয়ার্ডের নেতা কর্মীরা মোশাররফ হোসেনের উপর কিল ঘুঁষি ও লাথি মারতে শুরু করেন।

এসময় কেন্দ্রীয় নেতা বি এম মোজাম্মেল হকের প্রচেষ্টায় সে দফায় রক্ষা পেলেও বাইরে এসে আবারও দ্বিতীয় দফায় মারপিট শুরু করে নেতা কর্মীরা।

এসময় মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রসুল, সাবেক জেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক এডভোকেট মিয়াজান আলী, ও শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম সহ জেলার বিভিন্ন ইউনিট আওয়ামী লীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকগন উপস্থিত ছিলেন।

এব্যাপারে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা বলেছেন, মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বানের জলে আওয়ামী লীগের ভেসে আসেনি। সাহিদুজ্জামান খোকন ছাত্রজীবন থেকেই ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও ১৮ বছর ধরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন।

আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে মনোনয়ন দিয়ে গাংনীর এমপি বানিয়েছেন। তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আজ রাজনৈতিকভাবে সফল হয়েছে।

৩৪ বছর পর এই আসনটি নৌকার বিজয় এনে দিয়েছে। তাছাড়া এটা মুল সংগঠণের কমিটি গঠণ নিয়ে স্থানীয় নেতা কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করছিলেন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

সেখানে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠণ যুবলীগের উপজেলা শাখার সভাপতি মোশাররফ হোসেনের যাওয়ার অনুমতিই নেই। তারপরেও সেখানে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সমন্ধে আপত্তিকর কথা বলায় তাকে উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম বলেছেন, মোশাররফ হোসেনের নিজেই তো সব সময় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। সে কখনোই নৌকা মার্কায় ভোট দেননি।

প্রতিবারই নৌকার বিরুদ্ধে স্বতন্দ্র প্রার্থীর পক্ষে ভোট করেছেন মোশাররফ হোসেন। জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনে সে প্রতিবারই স্বতন্ত্র প্রার্থী মকবুল হোসেনের পক্ষে, উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে নৌকার বিপক্ষে স্বতন্ত্র প্রার্থী মজিরুল ইসলামের পক্ষে ও সব শেষ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকার প্রার্থীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী আনোয়ার পাশার পক্ষে ভোট করেছেন। সে আওয়ামী লীগের উপজেলা সভাপতি ও স্থানীয় সাংসদের বিরুদ্ধে এসব কথা বলে কোন সাহসে।

ধানখোলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলী আজগর বলেছেন, রাজনৈতিক অঙ্গণে মোশাররফ হোসেন একজন খলনায়ক। আওয়ামী লীগের মতবিনিময় সভায় যুবলীগ সভাপতি মোশাররফ হোসেন থাকতে পারেন না।

সে আওয়ামী লীগের মনোনীত এমপিকে আপত্তিকর কথা বলতেও পারেন না। তিনি বলেন, তার আপত্তিকর কথার জন্য সার্কিট হাইজেই দুই দফা মারধর করেছে স্থানীয় নেতা কর্মীরা।

তবে ঘটনার সময় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক জানান, আমি ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এক সাথেই আছি।

লাঞ্ছিতের ঘটনায় গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন বলেছেন, এব্যাপারে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাইনা। আমার কোনো অভিযোগও নেই।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেনকে গাংনীর বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজের ম্যানেজিং কমিটির বিরোধ নিয়ে বামন্দী বাসস্ট্যান্ডে প্রচন্ড হামলা করে একটি হাত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান রাশেদুল হক জুয়েলের নেতৃত্বে একদল মানুষ।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ ১৮ বছর পর গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলের তারিখ ছিল গত ২০ মার্চ। অজ্ঞাত কারণে ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল বন্ধ ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ।

পরে ২১ মার্চ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগাঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হকসহ নেতা কর্মীরা স্থানীয় কোন্দল মিমাংসার জন্য মেহেরপুর সার্কিট হাউজে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন।

মতবিনিময় সভাশেষে আগামী ১০ এপ্রিল গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করেন।

বিশ্বকাপে ভারতকে হারাতে বাংলাদেশের দরকার ২৩০

প্রথমবারের মতো নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে পাকিস্তানকে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষেও চলে গিয়েছিল জয়ের একেবারে দ্বারপ্রান্তে। টুর্নামেন্টে আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভারত। ওয়ানডে বিশ্বকাপে প্রথম দেখাতেই ভারতকে হারাতে নিগার সুলতানাদের করতে হবে ২৩০ রান।

নিউজিল্যান্ডের হ্যামিল্টনে টসে জিতে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ২২৯ রান সংগ্রহ করেছে ভারত। শুরুটা দুর্দান্ত ছিল ভারতের। উদ্বোধনী জুটিতে ১৫ ওভারের আগেই ৭৪ রান তুলে ফেলে তারা। এরপর স্মৃতি মান্দানাকে ফিরিয়ে বাংলাদেশকে প্রথম সাফল্য এনে দেন নাহিদা আক্তার। মান্দানার ব্যাট থেকে আসে ৫১ বলে ৩০ রান।

১৬তম ওভারে ভারতের ইনিংসে জোড়া আঘাত হানেন রিতু মনি। ওভারের তৃতীয় ও চতুর্থ বলে ফেরান শেফালি ভার্মা ও অধিনায়ক মিতালি রাজকে। ৪২ বলে ৪২ রান করা শেফালি ফেরেন স্ট্যাম্পিং হয়ে। ক্রিজের এসেই প্রথম বলে কাভারে ক্যাচ তুলে দেন মিতালি।

এরপর যতিকা ভাটিয়ার ৫০, পূজা বস্ত্রাকরের অপরাজিত ৩০, স্নেহ রানার ২৭ ও রিচা ঘোষের ২৬ রানে ভর করে ৫০ ওভার শেষে ২২৯ রানে স্কোর পায় ভারত। বাংলাদেশের পক্ষে রিতু মনি ৩৭ রানের বিনিময়ে তিনটি উইকেট লাভ করেন। নাহিদা খাতুনের শিকার দুই উইকেট।

আলমডাঙ্গার খাসকররায় পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে এসপি-জাহিদুল

আলমডাঙ্গার খাসকররায় স্থানীয়দের সহযোগীতায় নির্মাণ করা হচ্ছে পুলিশ ফাঁড়ি। দীর্ঘদিন অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি না থাকার কারণে ছোট খাটো ঘটনা এড়াতে এমন প্রশাসনিক নিরাপত্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এলাকাবাসী উদ্যোগ গ্রহন করে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়ন প্রত্যন্তঞ্চল হিসাবে খ্যাতি। আলমডাঙ্গা শহর হতে প্রায় ১৫ কি:মি দুরত্ব। ইউনিয়নের ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু ও আলমডাঙ্গা খাসকররা ইউনিয়ন অবস্থিত একটি স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে।

তবুও খাসকররা বাজার অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় বাজার ও স্কুল কলেজের নিরাপত্তার কারণে আবারো স্থানীয়দের সহযোগীতায় গড়ে তোলা হচ্ছে পুলিশ ফাঁড়ি।

এমন উদ্যোগে গ্রহণ করেছে খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান তাফসির আহমেদ লাল। তিনি জানান, আলমডাঙ্গা শহর হতে খাসকররা বাজারের দুরত্ব প্রায় ১৫ কিলোমিটার।

যে কোন ঘটনা এড়াতে পুলিশের ভূমিকা গুরুত্ব বহন করে। এই এলাকায় কোন ধরণে সহিংসতা কিংবা অপরাধ মূলক কর্মকান্ড যেনো না হয় সে কারণে স্থানীয়দের সহযোগীতায় পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে।

নির্মিত পুলিশ ফাঁড়ির কাজ পরিদর্শন করে চুয়াডাঙ্গা জেলার এসপি জাহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, দুর্গম এই অঞ্চলে প্রশাসনিক নিরাপত্তার জন্য নির্মাণ করা হচ্ছে ক্যাম্পটি। যা এ অঞ্চলের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সুবিধা হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম, পরিদর্শক (ওসি) অপারেশন একরামুল হক, খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাফসির আহমেদ লাল।

মেহেরপুরের বারাদীতে ব্র্যাকের উদ্যোগে চারা বিতরণ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের এক বছর পরেই ব্র্যাকের জন্ম। এর লক্ষ্য ছিল সদ্য স্বাধীন দেশের মানুষের উন্নয়ন। বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক ৫০ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়নের মডেল হিসেবে বিশ্বের স্বীকৃতি পেয়েছে।

এই অগ্রগতির সঙ্গে সব সময় থাকবে ব্রাক। দেশের সীমা ছাড়িয়ে এখন বিশ্বের নানা প্রান্তে এই সংগঠনের কাজ ছড়িয়ে গেছে। নানামুখী কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্বের দশটি দেশের মানুষের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

সাত বছর ধরে বিশ্বের শীর্ষ এনজিওর স্বীকৃতিও অর্জন করেছে সংস্থাটি। ব্রাকের ৫০ বছর পূর্তিতে সোমবার মেহেরপুর সদরের বারাদী শাখায় দিনব্যাপী মতবিনিময় সভা ও সদস্যদের মাঝে ফলজ চারা বিতরণ করা হয়েছে।

বারাদী শাখার ব্যবস্থাপক(দাবী) শাহাদাৎ হোসেন বলেন, ব্র্যাকের ৫০ বছর পুর্তিতে ৫০ জন সদস্যকে একটি করে আম ও একটি মাল্টা গাছ বিতরণ করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন এসসিডিপি সাইদুর রহমান, সিও (প্রগতি) আজিজুর রহমান সহ শাখার অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় ১৭ বছর পর উপজেলা

আ.লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় ১৭ বছর পর উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বেলা ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গা ডিগ্রী কলেজ মাঠে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা। পরে সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন এমপি।

উপজলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদির গণুর সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হক। তিনি বলেন, নির্বাচনে নৌকার বিদ্রোহী প্রার্থীদের কোন পদ দেয়া হবে না। দলের জন্য নিবেদিত প্রাণ ও যোগ্য ব্যক্তিদের পদায়ন করা হবে।

বিশেষ অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পারভীন জামান কল্পনা, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজাদুল ইসলাম আজাদ, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আলী আজগার টগর এমপি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন।

পরে বিকেল ৫ টার দিকে দ্বিতীয় অধিবেশনে শুরু হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে আবু মুসাকে সভাপতি ও ইয়াকুব আলী মাষ্টারকে সাধারণ সম্পাদক করে আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের কমিটি ঘোষনা করা হয়। উ

ল্লেখ্য- সব শেষ গত ২০০৫ সালের মার্চ মাসে আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক জনঅবহিতরণ সভা

ঝিনাইদহে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক জনঅবহিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তথ্য কমিশন ও জেলা প্রশাসন।

জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কনক কান্তি দাস, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক ইয়ারুল ইসলাম।

সভায় তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন, তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে কর্মকর্তাদের করনীয় নানা বিষয় অবহিত করা হয়। অনুষ্ঠানে জেলা ও ৬ উপজেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধিরা অংশ নেয়।

ছহিউদ্দিন বিশ্বাসের ৩২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক সংখ্যা প্রকাশ

মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, মেহেরপুর আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত মরহুম ছহিউদ্দিন বিশ্বাসের ৩২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক সংখ্যা প্রকাশ, স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকালে ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

সহকারি অধ্যাপক ফররুখ আহম্মেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সহকারি অধ্যাপক মাসুদ রেজা।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। এসময় উপস্থিত ছিলেন, ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ একরামুল আজিম, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, সহিদ সাদেক হোসেন বাবুল, নাসের আহম্মেদ সহ কলেজের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, আওয়ামী লীগ,যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য, ১৯২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম ইয়াকুব হোসেন বিশ্বাস। দেশ বিভাগের পরপরই ছহিউদ্দিন বিশ্বাস মেহেরপুরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

তিনি ষাটের দশকে মেহেরপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ছয় দফা আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে তিনি ১৯৭০ সালে মেহেরপুর থেকে তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসেবে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

১৯৭৩ সালে তিনি বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচিত হন। এবং ১৯৭৫ সালে মেহেরপুর জেলার গর্ভণর নিযুক্ত হন।

১৯৯০ সালের আজকের এই দিনে ছহিউদ্দিন বিশ্বাস মৃত্যুবরণ করেন।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের

প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস। এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত উদযাপনের লক্ষে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের উদ্দ্যেগে প্রস্তুতি সভা করেছে।

রোববার বেলা ১১টার দিকে প্রতিষ্ঠানের মহা-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) শেখ মোঃ শাহাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় দিবসটি যাথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালনের লক্ষে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।

এসময় উপস্থিত থেকে আরো আলোচনা করেন, মহা-ব্যবস্থাপক (কৃষি) আশরাফুল আলম ভূইয়া, মহা-ব্যবস্থাপক (অর্থ) মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষন) মাসুদ রেজা, কেরুজ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিম, জুনিয়র অফিসার (ভুমি) জহির উদ্দীন, কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারি ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ, সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান, সহ সাধারণ সম্পাদক খবির উদ্দীন, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ডের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি ও কেরুজ চিনিকল মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের সভাপতি ইয়াসির আরাফাত মিলন, সহ-সভাপতি বাবুল আক্তার, সাধারণ সম্পাদক ও চিনিকলের মেম্বর সালাউদ্দিন সনেট, সাংগঠনিক সম্পাদক শিপলু।

আলোচনা সভায় মুক্তি যোদ্ধাদের বিষয় প্রাধান্য দিয়ে কেরুজ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা জাতির অহংকার ও শ্রেষ্ঠ সন্তান। আমি প্রতিষ্ঠানের একজন ব্যবস্থাপক হিসাবে যতদিন দায়িত্বে থাকবো ততদিন মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের প্রজন্মের জন্য কাজ করে যাবো ইনশাল্লাহ।

১৮ বছর পর কোটচাঁদপুর আ.লীগের সম্মেলন। সভাপতি-সম্পাদক পুনঃনির্বচিত

দীর্ঘ ১৮ বছর পর ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা আ.লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে শরিফুন্নেছা মিকি সভাপতি ও শাহাজান আলীকে সাধারণ সস্পাদক হিসাবে পুননির্বাচিত করা হয়েছে।

গত শনিবার বিকালে পৌর শহরের আখ সেন্টার মাঠ চত্তরে ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ১৮ বছর পর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ায় দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে উৎসবের আমেজ দেখা যায়।

দুপুর থেকে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে নেতা-কর্মীরা ব্যানার-পেষ্টুন নিয়ে সম্মেলন স্থলে জড়ো হতে থাকে। উপজেলা আ.লীগের সভাপতি ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকির সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বি.এম মোজাম্মেল হক।

প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পদক সাইদুল করিম মিন্টু। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, জেলা আ.লীগের সভাপতি আব্দুল হাই এমপি, কেন্দ্রীয় আ.লীগের কার্যনির্বাহী সদস্য পারভীন জামান কল্পনা, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাড.শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

এছাড়াও সাবেক সাংসদ ও কেন্দ্রীয় যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোঃ নবী নেওয়াজ, জেলা আ.লীগের সহ-সভাপতি তৈয়ব আলী জর্দার, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের এমপি আলী আজগর টগর সহ জেলা ও উপজেলা আ.লীগ এবং সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সন্ধায় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে নীতি নির্ধারক কমিটির চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে বর্তমান সভাপতি-সম্পাদককে পুনরায় মনোনীত করা হয়।

এদিকে দীর্ঘদিন পর সম্মেলনে নতুন কোন চমক দেখতে পায়নি নেতা- কর্মীরা। এতে অনেক নেতা-কর্মীরা হতাশা প্রকাশ করেছেন। অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন, উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান

□□□□